Magisterprüfung im Hauptfach am 4.11.2004

Sprachen und Kulturen des neuzeitlichen Südasiens

Schriftliche Prüfung

Erster Teil (120 Minuten)

Please translate the two attached Bengali texts. You may use a Bengali-English dictionary. *Notes on Text 1*: Albrecht Weber (1825-1901) is considered one of the most eminent early German Indologists; নামা = নামে.

Please also answer the following questions regarding Text 1:

1) What does the form পণ্ডিতটি in line 16 signify?

2) In what sense might হিন্দু in line 27 have been used?

Zweiter Teil (60 Minuten)

Please translate the attached Hindi text. You may use a Hindi-English dictionary. *Notes*: In line 4 the portion not clearly reproduced is: बलिदान किये थे।; in line 5 the portion not clearly reproduced is: सशक्त करे.

Dritter Teil (60 Minuten)

Please answer the following questions:

– 1) Why was the question of how ancient Indian history and culture were interpreted, and who did this, so important at the time Bengali Text 1 was composed? Are these matters still relevant today? Please explicate.

– 2) The author of Bengali Text 2 attempts, in his book, to show that all humans are one, and that it is futile to attempt to differentiate them according to races. In this context he rejects the thesis of an Aryan immigration to the Indian subcontinent. Is this the usual context in which this question is debated in India today? And if not, what is the context, and its significance?

– 3) Please read carefully the English introduction to the Hindi text, and then remark on what एकता और अखंडता might actually be hinting at in this speech, delivered in Hindi.

– 4) What is the religion of practically the whole population of the Maldives?

Bengali Text 1

The text, taken from কৃষ্ণচরিত্র (first published in book form in 1892) by বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, is found on p. 413 of the second volume of his রচনাবলী published by সাহিত্য সংসদ (fourth printing কলিকাতা, Beng. era ১৩৭৬).

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্ম্মানির অরণ্যনিবাসী বর্ব্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। এখানে জর্ম্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্ব্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্ম্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

Bengali Text 2

This text is taken from p. 234 of 'আর্যজাতির অস্তিত্বই ছিল না' by পরমেশ চৌধুরী (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি Beng. era ১৪০৫).

আর্য জাতি এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে জনপ্রিয় ধারণা তা এমন সব যুক্তি নির্ভর যেগুলোর কোন বস্তুগত বা বাস্তবভিত্তি নেই। ওগুলো বিভ্রান্তিকর, অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রমাত্মক। বিশেষ করে অঙ্গসংস্থানবিদ্যার সাহায্যে বিচার করতে গেলে এই বৈসাদৃশ্যগুলো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। আর্য, টিউটন, অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন, কেল্ট প্রভৃতি যে সব জাতিসত্তাগুলোকে বিশুদ্ধ আর্য রক্তধারী বলা হয়ে থাকে তাদের কোন খুলির গঠন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে বর্তমানকালের বিস্তর পার্থক্য।

Hindi Text

This text is taken from p. 33 of हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति by शंकर दयाल शर्मा (नयी दिल्ली: किताबघर 1997). The author, holder of a doctorate from the University of Cambridge, was the President of the Republic of India from 1992-1997. This excerpt is from a speech delivered in September 1989 in Hyderabad at the first graduation ceremony of the Telugu University, founded particularly to further Telugu culture and language. The speech is entitled शिक्षा और मातृभाषा.

भारत के हर नागरिक को अपने-अपने ढंग से भूमिका निभानी है। भविष्य तो युवावर्ग का है, और उसके लिए यह बात अधिक सटीक है। अनिवार्य है कि उसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हों, और देश की सेवा के लिए उसके सामने विशिष्ट दृष्टिकोण हो। पिछली पीढ़ी के लोगों ने स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए महान् बलिदान किये थे। अब यह काम इस पीढ़ी का है कि वह अपनी आजादी को ठोस बनाये, संवर्धित तथा सशक्त करे और स्वाधीन भारत को अति सशक्त राष्ट्र बनाए। यह तभी संभव होगा, जब जीवन के सभी क्षेत्रों के, विशेषतः छात्र तथा युवावर्ग के लोग देश की एकता तथा अखंडता के लिए प्रयास करें, उसके बहुमुखी विकास के लिए चेष्टा करें और भारत के लोगों तथा मानवमात्र के कल्याण में जी-जान से जुट जाएँ। केवल तभी आजादी सही अर्थों में सार्थक तथा सोद्देश्य होगी।

मेरा विचार है कि, उच्चतर शिक्षा देने वाले संस्थानों का दायित्व है कि वे छात्रवर्ग के मानस में सही भावना पैदा करें, और सही ढंग से उन्हें राष्ट्र-सेवा के लिए तैयार करें। इन संस्थानों का कर्तव्य है कि वे शिक्षा संबंधी स्तरों में उत्कृष्टता बनाए रखें। साथ ही अनुशासन का उच्च स्तर भी स्थापित करें।